আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত কিতাব
"নেকীর দাওয়াত" থেকে নেয়া বিষয়ের প্রথম অংশ

গুনাহের প্রতিকার

(Bangla)

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

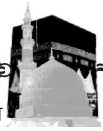

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"নেকীর দাওয়াত"** কিতাবের ২৫-৪২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

গুনাহের প্রতিকার

আত্তারের দোয়া

হে **আল্লাহ**! যে ব্যক্তি **"গুনাহের প্রতিকার"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে গুনাহের রোগ থেকে পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ক্ষমাপূর্ণ ইজতিমা

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ পাকের** কিছু পরিভ্রমণকারী ফিরিশতা আছে। যখন তাঁরা যিকিরের মাহফিল সমূহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন একে অপরকে বলে: এখানে বসো। যখন যিকিরকারীরা দোয়া করে তখন ফিরিশতারা ও তাদের দোয়ার সাথে আমিন (অর্থাৎ কবুল হোক) বলে। যখন তারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ প্রেরণ করে, তখন ঐ ফিরিশতারাও তাদের সাথে দরূদ প্রেরণ করে। যতক্ষণ তারা এদিক সেদিক চলে না যায় আর ফিরিশতারা একে অপরকে বলে যে, এ সৌভাগ্যবানদের জন্য সুসংবাদ, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।"

(জামউল জাওয়ামে লিস্ সূয়ুতী, ৩য় খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৭৫)

www.dawateislami.net

মসজিদ আবাদ (মুসল্লী দ্বারা পূর্ণ) করার ৩টি ফযিলত

سُبْحٰنَ اللّٰه! যিকির ও দরূদের মাহফিল সমূহের কি অপূর্ব শান! মনে রাখবেন! সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, দরসের মাদানী হালকা এবং ইজতিমায়ী যিকির ও না'ত এবং যিকিরের মাহফিল। ঐসকল মুসলমান কতইনা সৌভাগ্যবান, যারা ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে এরূপ রহমত ভরা ইজতিমা সমূহে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে **আল্লাহ পাকের** দয়ায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে উঠে। তবে এরূপ ক্ষমাপূর্ণ ইজতিমায় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য সবার নসীবে হয় না, এটা শুধু সৌভাগ্যবানদেরই অংশ। সাধারণত দরস এবং বয়ান মসজিদেই হয়ে থাকে এবং মসজিদের ভেতর হওয়া মাদানী হালকায় বসা যেহেতু অনেক বেশী সাওয়াব অর্জনের উপায়, তাই শয়তান মসজিদে মন লাগাতে দেয়না। মসজিদ পূর্ণ করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখুন এবং মসজিদকে অধিকহারে মুসল্লী দ্বারা ভরপুর করুন আর শয়তানকে অকৃতকার্য এবং নিরাশ করুন।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন মাকিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের বয়ান করা হতো যে, اَلْمَسْجِدُ حِصْنٌ حَصِيْنٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ অর্থাৎ "মসজিদ শয়তান থেকে বাঁচার একটি শক্তিশালী দূর্গ।" (মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, ৮ম খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা) আরও আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মসজিদের ফযিলত সম্বলিত ৩টি হাদীস শরীফ উপস্থাপন করা হলো:

(১) নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** ঘরগুলোকে আবাদকারীই হলো প্রকৃত **আল্লাহ**ওয়ালা। (আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫০২)

www.dawateislami.net

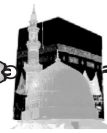

(২) যে মসজিদকে ভালবাসে **আল্লাহ পাক** তাকে নিজের প্রিয় বানিয়ে নেন। **(আল মুজামুল আওসাত, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৩৮৩)**

(৩) যখন কোন বান্দা যিকির বা নামাযের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয়, তখন **আল্লাহ পাক** তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন, যেমন; যখন কোন হারানো ব্যক্তি ফিরে আসে, তখন তার ঘরের অধিবাসীরা তার উপর সন্তুষ্ট হয়।

(ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮০০)

ওহ্ সালামত রাহা কিয়ামত মে পড়লিয়ে জিছনে দিল ছে চার সালাম
মেরে পেয়ারে পে মেরে আক্বা পর মেরী জানিব ছে লাখ বার সালাম
মেরী বিগড়ী বানানে ওয়ালে পর
বেজ আয় মেরে কিরদগার সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। **তিনি** কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। **তিনি** নিজের কুদরত দ্বারা এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। একে বিভিন্নভাবে সজ্জিত করেছেন এবং পরবর্তীতে দুনিয়ায় মানুষকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। **আল্লাহ পাক** মানুষের হেদায়তের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসুল عَلَيْهِمُ السَّلَام প্রেরণ করেছেন। **তিনি** যদি চান তবে আম্বিয়া কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام ছাড়াও বিপথগামী মানুষের সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু **তাঁর** মর্জি কিছুটা এমন যে, আমার বান্দা নেকীর দাওয়াত প্রদান করে, আমার পথে কষ্ট

www.dawateislami.net

সহ্য করুক এবং আমার মহান দরবার থেকে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করুক। এমনকি **আল্লাহ পাক** আপন রাসুল ও নবীদেরকে عَلَيْهِمُ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করতে থাকেন এবং সব শেষে আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের উপর অর্পন করেছেন যেনো নিজের এবং পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করতে থাকে এবং নেকীর দাওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ **আল্লাহ**র নির্দেশকে পালন করে। এভাবে বর্তমানে দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমান আপন আপন স্থানে মুবাল্লিগ (বা প্রচারক)। এমনকি সে যে পর্যায়ে থাকুক না কেন, অর্থাৎ সে আলিম হোক কিংবা ছাত্র, মসজিদের ইমাম হোক বা মুয়াজ্জিন, পীর হোক বা মুরিদ, বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা, মালিক হোক বা কর্মচারী, নেতা হোক বা শ্রমিক, রাজা হোক বা প্রজা। মোট কথা যে যেখানেই থাকে, যেই কর্মই করে, নিজের যোগ্যতানুসারে নিজের নিকটবর্তী এলাকার পরিবেশকে সুন্নাতে ভরা পরিবেশ বানাতে চেষ্টা করুন এবং **নেকীর দাওয়াতের মা**দানী কাজ অব্যাহত রাখুক।

মে মুবাল্লিগ বনো সুন্নতো কা খুব চরচা করো সুন্নাতো কা
ইয়া খোদা দরস দোঁ সুন্নাতো কা হো করম বেহরে হাঁকে মদীনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে পাকে নেকীর দাওয়াতের আদেশ

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় নেকীর দাওয়াতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদকৃত

পবিত্র কোরআন **'খাযাইনুল ইরফান সম্বলিত কান্যুল ঈমান'** এর ১২৮ পৃষ্ঠায় ৪র্থ পারার সূরা আলে ইমরানের ১০৪ আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

কান্যুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে।

প্রত্যেকে নিজের পদানুযায়ী নেকীর দাওয়াত দিন

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'তাফসিরে নঈমী'**তে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: হে মুসলমানগণ! তোমরা সবাইকে এমন দল হওয়া উচিত অথবা এরূপ সংগঠন হও অথবা এমন সংগঠিত হয়ে থাকো, যা সমস্ত পথহারা মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়, কাফিরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়, পাপীকে তাকওয়ার, উদাসীকে চেতনার, অজ্ঞকে জ্ঞান ও মারিফাতের, রুক্ষ-মেজাজীকে ভালবাসার স্বাদ, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত হওয়ার এবং ভাল কথা, ভাল আক্বিদা তথা বিশ্বাস, ভাল কার্যাবলী মুখে করা, কলম তথা লিখনী, আমলী শক্তি দ্বারা, নম্রতা দ্বারা, (এবং রাজা নিজের প্রজাদের ও অধিনস্থকে) কঠোরতার মাধ্যমে আদেশ দিবে এবং মন্দ কথা, মন্দ বিশ্বাস, মন্দ কার্যাবলী, মন্দ চিন্তাভাবনা থেকে মানুষকে (নিজের পদানুযায়ী) মুখ, অন্তর, আমল, লিখনী, তরবারীর মাধ্যমে বাধা দিবে। তিনি আরো বলেন :

www.dawateislami.net

প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগ

সকল মুসলমান মুবাল্লিগ। সবার উপর ফরয হচ্ছে যে, অপর মানুষকে ভাল কথাবার্তার নির্দেশ দেয়া এবং খারাপ কথাবার্তা থেকে বাঁধা দেয়া। (তাফসীরে নঈমী, ৪৪তম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা) কিছুটা পরে মুফতি সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **তাফসীরে নাঈমীতে বুখারী শরীফের** এই হাদীস শরীফ উল্লেখ করেন, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।" (বুখারী শরীফ, ২য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৬১)

মে নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচা দো
হো তাওফিক এ্যয়ছি আতা ইয়া ইলাহী

সর্বোত্তম আমল হলো তাই, যার উপকার অপরের নিকট পৌঁছে

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'ইসলামে তাবলীগ তথা প্রচার প্রসার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে নিজের উপকার হয়, কিন্তু তাবলীগ তথা প্রচারের মাধ্যমে উপকার অন্যদেরও হয়। শুধু নিজের উপকার হওয়ার আমল থেকে যা অন্যদেরও উপকার হওয়ার এমন আমল সর্বোত্তম।' (বর্ণিত আছে যে) কেউ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট জিজ্ঞাসা করলো যে, সর্বোত্তম বান্দা কে? ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাককে** ভয়কারী, আত্মীয়স্বজনের সাথে ভাল আচরণকারী, সৎকাজের আদেশদাতা এবং অসৎ কাজ থেকে বাঁধা প্রদানকারী।" (আয্ যুহদুল কবীর

লিল বায়হাকী, ৩২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৮৭৭) হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'যে সৎ কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বাঁধা প্রদান করে, সে **আল্লাহ পাকে**র খলিফা, **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও খলিফা এবং **তাঁর** কিতাব (তথা কোরআন মজিদ) এরও খলিফা।' হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে: 'যদি মুসলমানরা তাবলীগ তথা প্রচার করা ত্যাগ করে, তখন তাদের উপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত করে দেয়া হবে এবং তাদের দোয়া সমূহ কবুল হবে না।' (রূহুল মায়ানী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২৬) হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: 'হে লোকেরা! সৎকাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো। তোমাদের জীবন ভালভাবে অতিবাহিত হবে।' আমীরুল মু'মিনিন হযরত শেরে খোদা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: 'তাবলীগ তথা ধর্মপ্রচার হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।' (তাফসীরে কবীর, ৩য় খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা) যেভাবে তাবলীগ করা সর্বোত্তম ইবাদত, সেভাবে তাবলীগ করা ছেড়ে দেওয়া খুবই মারাত্মক অপরাধ আর তাবলীগ ত্যাগকারী খুবই অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আমীরুল মুমিনিন হযরত শেরে খোদা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: 'যে অন্তর ভালকে ভাল জানবেনা এবং মন্দকে মন্দ জানবেনা, তবে ঐ অন্তরের উপরিভাগকে এরূপ উপুড় করা হবে, যেভাবে থলে উল্টানো হয় আর থলের ভেতর থেকে জিনিস সমূহ বেরিয়ে যায়।'

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৮ম খন্ড, ৬৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১২৪/১২৫)

www.dawateislami.net

গুনাহে ভরা জীবনের উপর অনুশোচনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল চারিদিকে গুনাহ আর গুনাহ সংঘটিত হচ্ছে, এমনকি প্রকাশ্যে দেখতে কোন নেক লোকের নিকটবর্তী হলে তবে সেও অধিকাংশ সময় খারাপ আক্বীদা, মুখের অসতর্কতা, কু-দৃষ্টি এবং অসৎ চরিত্রের আপদে লিপ্ত হিসেবে দেখা যায়। আহ! চারিদিকে গুনাহ আর গুনাহ বরং শুধু গুনাহই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নেক বান্দা অবশ্যই আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কমে গেছে। এরূপ করুণ পরিস্থিতিতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সৌভাগ্যময় অস্থিত্ব কোন অতি প্রত্যাশিত নিয়ামতের চেয়ে কম নয়। আসুন! আপনাদের উৎসাহ ও প্রেরণার জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। বাবুল মদীনা (করাচীর) 'কীমাড়ী' এলাকার অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ: অনেক বছর থেকে আমি গুনাহের রোগের শিকার ছিলাম। কথায় কথায় গালি-গালাজ, ঝগড়া-বিবাদ এবং মারামারির মতো ঘৃন্য আচরণ আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো এবং সিনেমা নাটক দেখা, গান-বাজনা শুনার আগ্রহ পাগলের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। আমার তাওবার পথ কিছুটা এভাবে সুগম হলো যে, আমি এক বাংলোতে (বাড়িতে) ড্রাইভার হিসেবে চাকরী করতাম। একদিন কাজ থেকে ফিরে T.V. রুমে বসে গেলাম। সেখানে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে আমার সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। বয়ান শুনে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আমার নিজের গুনাহে ভরা জীবনের

www.dawateislami.net

উপর অনুশোচনা হতে লাগলো। আমি **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করলাম এবং সুন্নাতের পথকে আপন করে নিলাম। যখন মাদানী চ্যানেলে রমযানুল মোবারকে ৩০ দিনের সম্মিলিত ইতিকাফের উৎসাহ দেয়া হলো, আমি ৩০দিনের সম্মিলিত ইতিকাফের নিয়্যত করে নিলাম। এটা লিখাটি লিখার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঐ নিয়্যতকে বাস্তবে রূপ দিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনায় (করাচী) ইতিকাফের বরকত অর্জন করছি। اِنْ شَآءَ الله ইতিকাফ শেষে আমি একইসঙ্গে **১২** মাসের মাদানী কাফেলায় সফর করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহসমূহের চিকিৎসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! মাদানী চ্যানেলের বরকতে গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলো এবং সম্পূর্ণ রমযানুল মোবারক ইতিকাফ করলো আর তাও **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকয ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো এবং পাশাপাশি **১২** মাসের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার নিয়্যত করা নসীব হলো, বস্তুত প্রত্যেকের উচিত গুনাহের চিকিৎসা করা। যদি গুনাহ করতে করতে তাওবা ছাড়া মারা যায় এবং **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়, তবে নিশ্চিত ভাবে জেনে নিন, অবস্থা খুব ভয়াবহ হবে। **আল্লাহ**

www.dawateislami.net

পাকের নেক বান্দাদের কার্যকলাপ খুবই চমৎকার ছিলো। তাঁরা অধিকহারে নেকী করার পরও **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতেন এবং গুনাহের রোগের ঔষধ খুঁজতেন। এমনকি হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা কোন ইবাদত পরায়ন যুবক তাঁর সাথে বসরায় যাচ্ছিলো, এক ডাক্তারের প্রতি নজর পড়লো, যার সামনে অনেক পুরুষ এবং শিশু হাতে পানি ভর্তি বোতল নিয়ে নিজেদের রোগের চিকিৎসার আকাঙ্ক্ষী ছিলো। আমার সাথে যে ইবাদতকারী যুবক ছিলো সে বললো: হে ডাক্তার! আপনার নিকট কি গুনাহের রোগের ঔষধ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আছে। যুবক বললো: আমাকে দিন। তিনি বললেন: গুনাহের রোগের ঔষধ দশ জিনিসের মধ্যে সমন্বিত।

(১) দারিদ্র ও বিনম্রতার গাছের ডাল নাও, অতঃপর

(২) তাতে তাওবার হাঁড়ভাঙ্গার দেশী ঔষধ মিশাও।

(৩) তা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির এমন পাত্রে মেশাও, যেখানে ঔষধ মিশ্রণ হয়।

(৪) অল্পতুষ্টির হামানদিস্তায় ভালভাবে পিষে নাও। অতঃপর

(৫) তা তাকওয়া ও পরহেযগারীর পাতিলে ঢেলে দাও এবং

(৬) এর সাথে লজ্জাশীলতার পানি মিশিয়ে নাও, অতঃপর

(৭) তা **আল্লাহর** ভালবাসার আগুন দিয়ে গরম করে নাও।

(৮) এরপর তা কৃতজ্ঞতার পাত্রে ঢেলে নাও এবং

(৯) আশা এবং আকাঙ্ক্ষার বিশ্বাসের পাখা দিয়ে বাতাস করো তারপর

www.dawateislami.net

(১০) **আল্লাহ**র প্রশংসা এবং **তাঁর** হামদ ও সানার চামচ দিয়ে পান করতে থাকো।

যদি তুমি এসব কিছু করে থাকো, তবে মনে রেখো, এই চিকিৎসাপত্র তোমাকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সব রকমের অসুস্থাও বিপদ-আপদে উপকার দিবে। (আলমুনাব্বাহাত, ১১১ পৃষ্ঠা)

কব গুনাহু সে কিনারা মে করোঁগা ইয়া রব
নেক কব এ মেরে আল্লাহ! বনোঁগা ইয়া রব।
কব গুনাহুঁ কে মরয সে মে শিফা পাওঁগা
কব মে বিমারে মদীনে কা বনোঁগা ইয়া রব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খাও-দাও আর ফুর্তি করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ অমুসলমাদের দুষ্ট সংগঠনগুলো দুনিয়ার সব জায়গায় নিজেদের মতবাদের নিরাপত্তা, স্থায়ীত্ব এবং উন্নতির জন্য খুবই প্রচেষ্টারত আছে। কিন্তু আফসোস! দুনিয়ার ভালবাসায় বিভোর মুসলমানরা দুনিয়াবী ধান্দা ও ব্যস্ততা থেকে অবসর নেই। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান শুধু 'খাও-দাও, ফুর্তি করো' এই মতবাদকেই যেনো জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে রেখেছে, অন্যদের নামায ও সুন্নাতের শিক্ষা দেয়া কার দায় পড়েছে; বরং তাদের কাছে আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এতো সময় নেই যে, শান্তভাবে নামায পড়তে পারবে এবং ঐ ব্যথাভরা অন্তর কোত্থেকে আনবে, যেটা সুন্নাতের ভালবাসায় সিক্ত হয়।

সব সময় শুধু দুনিয়ার এবং দুনিয়া লাভের চিন্তা-ভাবনায় থাকে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"শুকর কি ফাযায়িল"** এর ১০৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যে শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া এবং পোষাককেই **আল্লাহ পাকে**র নেয়ামত মনে করে, তবে তার জ্ঞান অপরিপূর্ণ।"

(আয্ যুহদ লি ইবনিল মোবারক, ১৩৪ পৃষ্ঠা, নং-৩৯৭)

দেতা হু তুঝে ওয়াসেতা মে পেয়ারে নবী কা
উম্মত কো খোদা ইয়া রাহে সুন্নাত পে চলা দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়া অপছন্দনীয় হওয়ার আবেগময় কারণ

আমাদের অবস্থা এই যে, দুনিয়ার ভালবাসা কম হওয়ার নাম নেই আর সব সময় দুনিয়ার নেয়ামত সমূহ এবং আরাম আয়েশ বাড়ানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। যেখানে **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দারা এবং সত্যিকার নবী প্রেমিকগণ দুনিয়ার প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি এবং দুনিয়ায় নেয়ামতের কম হওয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ছিলেন। যেমনটি **"শুকর কি ফাযায়িল"** এর ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত একটি শিক্ষামূলক বর্ণনা শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন।

হযরত সায়্যিদুনা মাজমা আনসারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: **'আল্লাহ পাক** আমাকে দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে বাঁচিয়ে নেয়ার অনুগ্রহ, দুনিয়ার ধন সম্পদের

প্রশস্ততা রূপে মিলিত নেয়ামত থেকে উত্তম। কেননা! **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য দুনিয়াকে পছন্দ করেননি। তাই আমার ঐ নেয়ামত যা **আল্লাহ পাক** নিজের **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য পছন্দ করেছেন তা ঐ নেয়ামত থেকে অধিক প্রিয় যা **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য অপছন্দ করেছেন।' (শুআবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৪৪৮৯) দুনিয়ার ধন সম্পদের আধিক্য এবং এর উত্তম আরাম আয়েশসমূহ, নিঃসন্দেহে নেয়ামত, কিন্তু এসব জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এর চেয়েও বড় নেয়ামত।

পি-ছা মেরা দুনিয়া কি মুহাব্বত সে ছুড়া দে
ইয়া রব্! মুঝে দিওয়ানা মুহাম্মদ কা বানা দে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শুধু ইসলামের নাম বাকী থাকবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে অবস্থা খারাপ থেকে আরো খারাপ হতে চলেছে। অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, এখন ইসলামের শুধু নামই অবশিষ্ট আছে। শত কোটি আফসোস! মুসলমানদের জীবন যাপনের ধরণ প্রায় অমুসলিমদের ন্যায় হয়ে গেছে। খুব মনোযোগ সহকারে এই বর্ণনাটি শুনুন এবং অনুধাবন করুন আর যদি সম্ভব হয় কান্না করুন, যেমনটি হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অতিশীঘ্রই মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন শুধু ইসলামের নাম এবং

কোরআনের রীতিনীতিই অবশিষ্ট থাকবে, তাদের মসজিদসমূহ পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু হেদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলেমগণ আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হবে, তাদের থেকে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে এবং পূনরায় তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।"

(শুআবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯০)

শুধু নামের মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: "(ইসলামের শুধু নামই বাকী থাকবে) অর্থাৎ তা এভাবে যে, মুসলমানদের ইসলামী নাম হবে এবং নিজেকে মুসলমানও দাবী করবে কিন্তু চাল-চলন সব কাফিরদের ন্যায় হবে যেমন; আজকাল দেখা যাচ্ছে অথবা ইসলামের রুকন সমূহের নাম ও আকৃতি অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু উদ্দেশ্য রহিত হয়ে যাবে। (যেমন) নামাযের ধরণ অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু বিনয় ও নম্রতা থাকবেনা। যাকাত দিবে কিন্তু জাতির রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হয়ে যাবে। হজ্ব করবে কিন্তু শুধুমাত্র ভ্রমন (ও বিনোদনের) জন্য। জিহাদ করবে কিন্তু শুধুমাত্র দেশের রাজত্ব ও সাম্রাজ্য অর্জনের জন্য।"

মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীস শরীফের এই অংশের (কোরআনের শুধু রীতিনীতি অবশিষ্ট থাকবে) বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: "রীতিনীতি নকশাকেও বলে আবার পদ্ধতিকেও বলে। এখানে দু'টি অর্থই বিশুদ্ধ। অর্থাৎ কোরআনের চিত্র কাগজে এবং শব্দাবলী মুখে থাকবে কিন্তু অন্তরে সম্মান এবং শরীরে আমল থাকবে না অথবা

www.dawateislami.net

আনুষ্ঠানিকতার জন্য কোরআন পড়া বা রাখা হবে। আদালতে মিথ্যা শপথ করার জন্য এবং মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে পড়ার জন্য (এর ব্যবহার তো হবে কিন্তু) আমল (করার) জন্য খ্রীষ্টানদের নিয়ম-কানুন হবে। (হাদীসের এই অংশে "তাদের মসজিদসমূহ পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু হেদায়তশূন্য হবে" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে) মসজিদ সমূহের নির্মাণ শৈলী চমৎকার হবে। চারিদিকের দেয়াল কারুকার্য দ্বারা সজ্জিত হবে। বিদ্যুতের সংযোজনও খুবই চমৎকার হবে কিন্তু কোন নামাযী থাকবে না। তাদের ইমাম বেদ্বীন, মসজিদসমূহ যেনো হেদায়তের পরিবর্তে বেদ্বীন লোকদের আড্ডাখানায় পরিণত হবে। প্রত্যেক মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে দরসের আওয়াজ তো আসবে কিন্তু (ঐ বেদ্বীন আলেমদের) ঐ দরস হত্যাকারী বিষের ন্যায় হবে। যাতে কোরআনের নামে কুফর ও অবাধ্যতা বাণী ছড়িয়ে দেয়া হবে। (হাদীস শরীফের শেষের অংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন) অর্থাৎ বেদ্বীন খারাপ আলেমগণের (অর্থাৎ খারাপ মাযহাব এবং খারাপ আমলের আলেমদের) আধিক্য হবে। যাদের ফিতনা সমস্ত মুসলমানকে এমনভাবে ঘিরে ফেলবে বৃত্তের মতো, যেখান থেকে শুরু হয় সেখানে পৌঁছে বৃত্তকে পরিপূর্ণ করে দেয়। **(মিরআতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ২২৯ পৃষ্ঠা)**

কাফন চোর যখন অদৃশ্য আওয়াজ শুনলো....

মনে রাখবেন! এখানে কখনোই মসজিদে সংঘটিত সত্যিকার ওলামায়ে কিরামের কোরআন ও হাদীসের দরস এবং ঈমান তাজাকারী বয়ানকে তিরস্কার করা উদ্দেশ্য নয়। ঐসকল সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের

দরস ও বয়ানসমূহ উম্মতের জন্য হেদায়তের এবং **আল্লাহ পাকের** রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম আর মাগফিরাতের কারণ হয়ে থাকে এমনকি প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার "বলখ" শহরে বয়ান করছিলেন। বয়ানে গুনাহগারদের মঙ্গল কামনায় দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! এ ইজতিমায় যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার তোমার নিজের দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দাও। এক কাফন চোরও সেখানে উপস্থিত ছিলো। যখন রাত হলো, সে কাফন চুরির উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গেলো কিন্তু যখনই কবর খনন করতে লাগলো, তখন এক অদৃশ্য আওয়াজ গর্জে উঠলো: "হে কাফন চোর! তুমি আজ দিনের বেলা হাতেম আছাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইজতিমায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছো আর আজ রাতেই এই গুনাহ কেনো করতে যাচ্ছো!" একথা শুনে সে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিলো।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ২২২ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

মুজে দেয় দে ঈমান পর ইস্তিকামত, পায়ে সায়্যিদি মুহতাশাম ইয়া ইলাহী
মেরে ছর পে ইছয়া কা ভার আহ মাওলা, বাড়া যাতা হে দম বদম ইয়া ইলাহী
যমী বোঝ ছে মেরে পাটতী নেহী হে
ইয়ে তেরা হি তো হে করম ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অমুসলিমরাও কি আমাদের অনুসরন করে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আসলেই নেক বান্দাদের সাক্ষাৎ ও সহচর্য, তাঁদের বয়ানের বরকত এবং

আশিকানে রাসুলের ইজতিমায় অংশগ্রহণ উভয় জাহানের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। এ ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো যে, মুবাল্লিগদের বিগড়ে যাওয়া মুসলমানদের সাথে সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। গুনাহগারদেরকে বুঝানোর পাশাপাশি তাদের জন্য মঙ্গলের দোয়া করাতে অলসতা না করা উচিৎ আর এটা তাবে-তাবেয়ীনদের সোনালী যুগের ঘটনা ছিলো। আফসোস! এখন তো আমলের দিক দিয়ে ধর্ম থেকে খুব বেশী দূরে সরে গেছে। আজকাল অধিকাংশ মুসলমানদের জানি না কি হয়ে গেছে যে, সুন্নাতকে ভূলে অমুসলিমদের ফ্যাশন গ্রহণ করার মধ্যে গর্ব অনুভব করে। অমুসলিমদের মত কাপড় পরিধান করাই তাদের নিকট হয়তঃ আসল সৌভাগ্য! আপনারা কি কোন অমুসলিমকে মুসলমানের চাল-চলন (যেমন; এক মুষ্ঠি দাড়ি, সুন্নাত অনুযায়ী বাবরী চুল, পাগড়ী শরীফ এবং সুন্নাতে ভরা পোষাক ইত্যাদি) গ্রহণ করতে দেখেছেন? কখনোই দেখেননি। এসব লোক বড় চালাক ও ধোকাবাজ। তারা নিজেদের ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট রীতিনীতি ছেড়ে কখনো মুসলমানদের অনুসরণ করেনা কিন্তু শত কোটি আফসোস! অমুসলিমদের অনুসরন করার হীন মানসিকতা মুসলমানদের অন্তরে ঢুকে গেছে।

হে অলসতার ঘুমে ঘুমন্ত ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের ওয়াস্তে জেগে উঠুন!! মৃত্যুর ফিরিশতা আপনার জীবনের সম্পর্ক এই দুনিয়া থেকে সব সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার আগে। জেগে উঠুন! অপর ইসলামী ভাইকেও জাগ্রত করুন!! অন্যথায় মনে রাখবেন

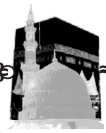

না সমঝো গে তো মিঠ জাও গে আয় মুসলমানো!
তোমারে দা'স্তা তক ভি না'হুগী দাস্তানো মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিফল প্রেমিক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের অবস্থা আজ বলার মত নয়। গুনাহের শক্তিশালী বন্যা তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ কোন বড় নেয়ামতের চেয়ে কম নয়। এর সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন! اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যক্তিদের জীবনে অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয় বরং মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়। এ বিষয়ে একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন; বাবুল মদীনার (করাচী) মালীর এলাকায় এক ইসলামী ভাই নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া মাদানী পরিবর্তনের ব্যাপারে কিছুটা এরূপ লিখেন: আমি দূর্ভাগ্যবশত রূপক ভালবাসায় মত্ত হয়ে গুনাহে মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম, একদিন আমার নিকট সংবাদ আসলো যে, তার পরিবার তাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এই কষ্টের পর আমার জীবন কঠিন হয়ে উঠলো। অবশেষে আমার পরিণাম তাদের ন্যায় হলো, যারা রূপক ভালবাসায় পড়ে শয়তানের হাতের খেলনায় পরিণত হয়, ঠিক শত শত বিফল ও নিরুদ্দেশ প্রেমিকের যেমন অবস্থা হয়। এক পর্যায়ে আমি আফিম, মদ, হিরোইন, নেশার ইনজেকশনের মত ক্ষতিকারক নেশায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। নিজের ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে

অন্তরে শান্তি পাওয়ার জন্য হয়তো এমন কোন নেশা নেই যা আমি করিনি। জীবনের উপর এমন বিরক্তি চলে এসেছিলো যে, مَعَاذَ الله কয়েকবার তো আত্মহত্যার বিফল চেষ্টাও করি। নিজেকে শেষ করে দেয়ার জন্য ডেটল, পেট্রোল এবং বিষাক্ত পানিও পান করি কিন্তু হায়াত বাকী ছিলো। **আল্লাহ পাকের** অমুখাপেক্ষীতার প্রতি উৎসর্গিত হয়ে যাই যে, এত নাফরমানীর পরও **তিনি** আমার প্রতি রহমতের দরজা বন্ধ করলেন না। দয়ার কারণ কিছুটা এরূপ ছিলো যে, আমার সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকে রাসুলের সাথে সাক্ষাত হলো। তার মিষ্টি কথা শুনে আমার অন্তরে নতুনভাবে বাঁচার আশা জাগলো। তার ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে ২৯ শাবান ১৪২৭ হিজরী (২০০৬ সাল) আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আর্ন্তজাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মনোরম পরিবেশে অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। এখানে চারিদিকে সবুজ পাগড়ী পরিহিত আশিকানে রাসুল দেখে আমার ঈমান তাজা হয়ে গেলো এবং সাথে সাথে ১৪২৭ হিজরীর রমযানুল মোবারকের ৩০ দিনের সম্মিলিত ইতিকাফে বসে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি গুনাহগারেরও রমযান শরীফের রোযা রাখার সৌভাগ্য নসীব হলো। মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মাথা থেকে রূপক ভালবাসার ভূত নেমে গেলো। মন থেকে খারাপ চিন্তাসমূহ দূর হয়ে গেলো। আমি চেহারায় দাড়ি, মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ এবং শরীরে সুন্নাত অনুযায়ী মাদানী পোষাক সাজিয়ে নিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه পাঁচ

www.dawateislami.net

ওয়াক্ত নামাযের অনুসারী হয়ে গেলাম এবং এই লিখাটি লিখার সময় **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** এর পবিত্র প্রেরণায় মাদানী কাজে লিপ্ত আছি।

আতায়ে হাবিবে খোদা মাদানী মাহোল, হে ফয়যানে গাউস ও রযা মাদানী মাহোল
ব'ফয়যানে আহমদ রযা ان شاء الله, ইয়ে ফুলে ফলেগা সদা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শরীয়ত বিরোধী রূপক ভালবাসার ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! রূপক ভালবাসার আগুনে দগ্ধ হওয়া দুঃখী প্রেমিক একজন আশিকে রাসুলের ইনফিরাদি কৌশিশের ফলে মাদানী পরিবেশে এসে ইশকে রাসুলের সুধা পান করতে সফল হয়ে গেলো। সুতরাং তার উপর **আল্লাহ পাকের** দয়া হয়ে গেলো নতুবা রূপক ভালবাসার এমন আশ্চর্যজনক পরিণতি যে, সাধারণত যে একবার এই জালে আটকা পড়েছে, তা থেকে বাঁচা কঠিন হয়ে যায়। আজকাল রূপক ভালবাসার বাতাস খুব বেশি প্রবাহিত হচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো, অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের অভাব এবং ধর্মীয় পরিবেশ থেকে দূরে থাকা। এই কারণে চারিদিকে গুনাহের বন্যাস্রোত এসেছে। টিভি, ভিসিআর এবং ইন্টারনেট ইত্যাদিতে প্রেমের সিনেমা ও অশ্লীল নাটক দেখে এবং অধিকহারে প্রেমের উপন্যাস, বাজারের মাসিক ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কাল্পনিক প্রেম কাহিনী পড়ে বা কলেজ

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষার (যেখানে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে শিক্ষা অর্জন করে) ক্লাসে বসে বা নামুহরিম আত্মীয়ের সাথে মেলামেশা করা, পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গতার চোরাবালিতে পড়ে অধিকাংশ যুবক কারো না কারো প্রেমে পরে যায়। প্রথমে একপক্ষ থেকে হয় পরবর্তীতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে অভিহিত করে, তখন অনেক সময় উভয় পক্ষ থেকে প্রেম হয়ে যায় আর সাধারণত গুনাহ ও নাফরমানীর ঝড় বয়ে যায়। ফোনে মন খুলে অশ্লিল কথাবার্তা বরং নিলজ্জ সাক্ষাতের ধারাবাহিকতাও চালু হয়ে যায়। চিঠিপত্র, উপহারের আদান প্রদান হয়, বিয়ের গোপন কথা ও সমর্থন হয়ে যায়। যদি পরিবার বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে অনেক সময় দু'জনই পলিয়ে যায়। তারপর সংবাদপত্রে তাদের ছবি ছাপানো হয়। বংশের মানসম্মান বাজারে নিলাম হয়। কখনো কখনো "কোর্ট ম্যারেজ" করে নেয়। আর مَعَاذَ الله কখনো কখনো বিবাহ ছাড়াও .... এবং কখনো এ নির্দয়দের অবৈধ সন্তানের লাশ ময়লা আবর্জনার স্তুপে পাওয়া যায়, এমনকি এমনও হয় যে, পালাতে না পারলে তবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যার সংবাদ আজকাল সংবাদপত্র সমূহ ভরা রয়েছে।

হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর স্বত্বা রূপক প্রেম থেকে পবিত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল ইসলামী শিক্ষা কম হওয়ার যুগ। চারিদিকে অজ্ঞতা বিরাজ করছে। কিছু ব্যর্থ প্রেমিক নিজের নিকৃষ্ট প্রেমের উপর পর্দা দেয়ার জন্য এটাও বলতে শুনা যায় যে,

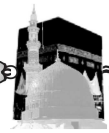

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام ও জুলাইখার সাথে প্রেম করেছিলেন। (مَعَاذَ الله) এরূপ কখনোই নয়। অবশ্যই এমন মন্তব্যকারী অপদার্থ প্রেমিকগণ মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। নিজের নফসের খারাপ বিষয়ে শয়তানের প্ররোচনায় এসে চিন্তা ভাবনা না করে, না জেনে কোন নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে মুখ খোলা ঈমানের জন্য সীমাহীন ভয়ানক ব্যাপার। মনে রাখবেন! নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সামান্য বেয়াদবীও কুফরী। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام ছিলেন **আল্লাহ পাকের** নবী আর প্রত্যেক নবী নিষ্পাপ। নবী থেকে কখনো কোন খারাপ চাল-চলন সংঘটিত হতে পারে না। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কোরআনের অনুবাদগ্রন্থ **"খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান"** এর ৪৪৫ পৃষ্ঠায় ১২পারা সূরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: "এবং নিশ্চয় স্ত্রী লোকটা তার কামনা করেছিলো এবং যদি সেও স্ত্রী লোকের ইচ্ছা করতো, তবে আপন প্রতিপালকের নিদর্শন দেখতো না।"

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **আল্লাহ পাক** নবীগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام পবিত্র আত্মাগুলোকে অসৎ চরিত্র ও খারাপ কার্যাবলী থেকে পবিত্র করেই সৃষ্টি করেছেন এবং উন্নত ও পবিত্র চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করেই সৃষ্টি করেছেন। একারণেই তাঁরা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন।

www.dawateislami.net

অপর এক বর্ণনায় এই অভিমতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, যখন জুলাইখা তাঁর প্রতি উদ্যত হলো, তখন তিনি তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখেছিলেন যে, তিনি আঙ্গুল মোবারক পবিত্র দাঁতে চেপে ধরে বিরত থাকার জন্য ঈঙ্গিত দিচ্ছিলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান)

বাস্তবতা এটাই যে, প্রেম শুধুমাত্র জুলাইখার পক্ষ থেকেই ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর পবিত্র সত্ত্বা নিঃসন্দেহে পবিত্র ছিলো। ১২তম পারা সূরা ইউসুফের ৩০ নং আয়াতে মিশরের অভিজাত বংশের কিছু মহিলাদের উক্তি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ؕ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং শহরে কিছু নারী বললো আযীযের স্ত্রী তার যুবকের হৃদয়কে প্রলোভিত করেছে। নিশ্চয় তার প্রেম তার অন্তরকে উন্মুক্ত করেছে, আমরা তো তাকে সুস্পষ্ট প্রেমে-বিভোর দেখতে পাচ্ছি।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "জুলাইখার প্রেম ছিলো কিন্তু হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام শক্তি ও সামর্থ্য রাখার পরও তার (অর্থাৎ জুলাইখার প্রতি ভালবাসা) থেকে বিরত ছিলেন। **আল্লাহ পাক** কোরআন শরীফে হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর বিরত থাকার কাজকে খুবই প্রশংসা করেন।"

(ইহইয়াউল্ উলম, ৩য় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মুর্খ প্রেমিকদের যুক্তি খন্ডন হয়ে গেলো!

এটা সূর্যের চেয়েও অধিক স্পষ্ট এবং অতিক্রান্ত দিন থেকেও অধিক বিশ্বাসযোগ্য যে, বর্তমানের মূর্খ প্রেমিকগণ যারা নিজের গুনাহে ভরা দূর্গন্ধময় প্রেমকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য مَعَاذَ الله হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এবং জুলাইখার ঘটনাকে বাহানা বানায়। এটা কোরআনের হুকুমের সরাসরি বিপরীত এবং কিছু অবস্থায় সোজা কুফরীর দিকে নিয়ে যায়। সূরা ইউসুফে শুধু জুলাইখার দিক থেকে প্রেমের আলোচনা রয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন ইঙ্গিতও নেই যে, مَعَاذَ الله হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَامও তার প্রেমে মগ্ন ছিলেন। এজন্য যে লোক হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام কেও প্রেমের মধ্যে অংশীদার করে, সে তা থেকে তাওবা এবং নতুন করে ঈমান আনবে অর্থাৎ তাওবা করে নতুনভাবে মুসলমান হবে। **আল্লাহ পাকের** নবীর عَلَيْهِ السَّلَام মর্যাদা অনেক মহান এবং তাঁরা গুনাহ থেকে নিস্পাপ।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার সত্যিকার ভালবাসা এবং **আপনার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার ও খাঁটি ভালবাসা দান করো। **হে আল্লাহ!** আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার আশা আকাঙ্খা দূর করে দাও। **হে আল্লাহ!** যে সকল মুসলমান গুনাহে ভরা "রূপক প্রেম" এর জালে ফেঁসে গেছে, তাদেরকে মুক্তিদান করে **তোমার মাদানী মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যুলফি শরীফের ভালবাসার কয়েদী বানিয়ে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মুহাব্বত গেয়র কি দিল সে নিকালো ইয়া রাসুলাল্লাহ
মুঝে আপনাহি দিওয়ানা বানালো ইয়া রাসুলাল্লাহ।

(রূপক ভালবাসা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** এর ২৬১ থেকে ২৯২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।)

ইমাম আওজায়ীর আবেগময় বয়ান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন আমরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নেকীর দাওয়াতে পরিপূর্ণ উদাসীনদেরকে অলসতার ঘুম থেকে জাগ্রতকারী জ্বালাময়ী এবং শিক্ষামূলক বয়ান শুনি। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"শুকর কি ফাযায়িল"** এর ৩২ থেকে ৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বয়ান করতে গিয়ে বলেন: **"হে লোকেরা!** (দুনিয়াতে পাওয়া) ঐ নেয়ামতসমূহের মাধ্যমে **আল্লাহ পাকে**র ঐ আগুন থেকে পালানোর সাহায্য অর্জন করো, যা অন্তরের উপর এসে পরবে। নিঃসন্দেহে তোমরা এরূপ ঘরে (অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে) রয়েছে, যেখানে (দীর্ঘ হায়াতের মাধ্যমে মিলিত) অবস্থানের দীর্ঘ সময়ও কম সময় এবং এতে তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঐ বিগত লোকদের স্থলাভিষিক্ত করে পাঠানো হয়েছে, যারা দুনিয়ার সাজসজ্জা এবং এর সৌন্দর্য্যের প্রতি অভিমুখী হয়, তাদের বয়স তোমাদের থেকে বেশী এবং দেহের উচ্চতা তোমাদের থেকেও প্রশস্ত ছিলো এবং মহান নিশানা ছিলো। তারা পাহাড়সমূহকে ছিন্নভিন্ন করেছিলো, পাথরের মেরুসমূহ কেটে ছিলো, শহরের ঘুরাফেরা

www.dawateislami.net

করতে থাকে, অধিক শক্তিসম্পন্ন, তাদের শরীর খুঁটির মত ছিলো। তবুও যুগ তাড়াতাড়ি তাদের পরিধিকে নিবৃত করে দিয়েছে, তাদের চিহ্নসমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের ঘরসমূহকে তছনছ করে দিয়েছে এবং তাদের স্মরণকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা তাদের দেখো না, আওয়াজও শুনোনা। তারা মিথ্যা আশা-ভরসার উপর খুশি থাকতো, অলসতার মাঝে রাত-দিন অতিবাহিত করতো, অতঃপর তোমরা জানো যে, রাতে তাদের ঘরে **আল্লাহ পাকে**র আযাব অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের ঘরেই মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে এবং যারা বেঁচে গেলো, তারা **আল্লাহ পাকে**র শাস্তি, **তাঁর** নেয়ামতসমূহের পতন এবং ধ্বংসের শিকার লোকদের উপর পতিত ধ্বংসশীল ঘরসমূহের চিহ্ন দেখতে লাগলো। তাতে নিদর্শন রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা বেদনাদায়ক শাস্তিকে ভয় পায় এবং ঐ লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে, যারা অন্তরে **আল্লাহ**র প্রতি ভীত; আর তাদের পরে তোমাদের সময় কম এবং দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আর সময় এমন এসেছে যে, ক্ষমা প্রদর্শন ও নম্রতা বিদ্যমান নেই বরং মন্দের আবর্জনা, অবশিষ্ট পরিত্যক্ত দুঃখ দুর্দশা, শিক্ষণীয় বিভীষিকাসমূহ, বিভিন্ন শাস্তির নিদর্শন, ফিতনার বন্যা, পরপর ভূমিকম্পসমূহ এবং খারাপ যুবরাজদের শাসনকাল। তাদের মন্দ স্বভাবের কারণে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে খারাপ দিক প্রকাশিত হয়েছে। অতঃপর তাদের মত হয়ো না যাদেরকে দীর্ঘ আশা এবং দীর্ঘ সময় ধোকায় ফেলে দিয়েছে এবং তারা প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায়। আমরা **আল্লাহ পাকে**র দরবারে

দোয়া করছি যে, আমাকে এবং তোমাদেরকে ঐ সকল লোকের মধ্যে গন্য করো, যারা নিজের মান্নতের হিফাজত করতে তা পূর্ণ করে এবং নিজের (আসল) ঠিকানার পরিচয় লাভ করে নিজেকে তৈরি রাখে।"

(তারিখে দামেস্ক, লি ইবনে আসাকির, ৩৫তম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা,নং-৩৯০৭)

মওত টেহরি আনে ওয়ালি আয়েগী জান টেহরি জানে ওয়ালি জায়েগী
রুহ রগ্ রগ্ সে নিকালি জায়েগী তুজ পে এক দিন খাঁক ডালি জায়েগী
কবর মে মাইয়্যত উতরনি হে জরুর
যেয়ছি করনি ওয়েছি ভরনি হে জরুর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম আওজায়ী কে ছিলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবদুর রহমান আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এখনই যার ভাবাবেগপূর্ণ বয়ান শুনলেন। তিনি প্রসিদ্ধ আলিম, নির্ভরযোগ্য মুফতি এবং সিরিয়ার অনেক বড় ইমাম ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সত্তর হাজার ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি তাবে তাবেয়ীন ছিলেন, তিনি ৮৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৫৭ হিজরীর রবিউন নূর শরীফে ইন্তিকাল করেন।

(হায়াতুল হায়াওয়ান, ১ম খন্ড, ১৯৮ পৃষ্ঠা)

স্বপ্নে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ লাভ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার স্বপ্নে **আল্লাহ পাকের** দীদার লাভ করলাম। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: "হে আব্দুর রহমান! তুমি কি নেকীর দাওয়াত দাও

এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করো?" আমি আরয করলাম: জি হ্যাঁ। আমার **প্রিয় প্রতিপালক**! তোমারই দয়া এবং অনুগ্রহে তা করার সামর্থ লাভ করি। হে **আমার মাওলা**! আমাকে দুনিয়া থেকে ইসলাম সহকারে উঠিয়ে নিও। তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করলেন: সুন্নাতের উপরও। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৫৩ পৃষ্ঠা, নং- ৮১৩১)**

আশ্চার্যজনক ইন্তিকাল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বৈরুতে বসবাস করতেন। একদা তিনি বৈরুতের গোসলখানায় প্রবেশ করলেন, গোসলখানার মালিক ভুলে গোসলখানার দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে চলে যান। কিছুদিন পর যখন গোসলখানার মালিক এসে দরজা খুললেন, দেখলেন হযরত সায়্যিদুনা আওজায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ডানহাত গালের নীচে রেখে কিবলামূখী হয়ে শুয়ে আছেন এবং রূহ তাঁর দেহ পিঞ্জর হতে বের হয়ে গিয়েছিলো। **(ইবনে আছাকির, ৩৫তম খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।** اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সরকারে মদীনা কি সুন্নাত পেঁ জু চলতে হ্যায়,
আল্লাহ কে উহ বান্দে জিন্দা হ্যায় মাজারো মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদ্যপায়ী মুয়াজ্জিন হয়ে গেলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে, তা অর্জন করতে, মৃত্যুর প্রস্তুতির মানসিকতা তৈরি করতে, শরীয়তের গন্ডিতে থেকে দুনিয়ার পাশাপাশি নিজের আখিরাতকে সাজানোর আগ্রহ পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। দেখুনতো! **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কেমন বিগড়ে যাওয়া মানুষদেরকে সংশোধন করে থাকে। সুন্নাতের প্রশিক্ষনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্যে সুন্নাতে ভরা সফর সমাজের দূর্ভাগা লোকদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন: মহারাষ্ট্র (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হলো: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের রোগে চুড়ান্ত পর্যায়ে আক্রান্ত ছিলাম। সারাদিন মজুরী করে যা উপার্জন হতো তা দিয়ে (مَعَاذَ الله) মদ কিনে খুবই আমোদ ফুর্তি করতাম, চিৎকার চেচামেচি করতাম, গালি-গালাজ করতাম এবং মাতাপিতা ও প্রতিবেশীদের খুবই কষ্ট দিতাম, এছাড়াও আমি অনেক খারাপ জুয়াড়ী ও নিকৃষ্ট বেনামাযী ছিলাম। এভাবে অলসতায় আমার জীবনের মুল্যবান সময় নষ্ট হতে থাকে, অবশেষে আমার ভাগ্যের তারকা জ্বলে উঠলো। হলো কি, সৌভাগ্যক্রমে এক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়ে গেলো। তিনি আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা

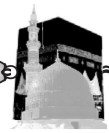

সফর করার উৎসাহ দিলেন। তার মিষ্ঠভাষায় এমন কিছু ছিলো যে, আমি 'না' করতে পারলাম না এবং আমি সাথে সাথেই তিনদিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম।

মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসুলের সহচর্য পেলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পুস্তিকাও পড়তে শুনলাম। যার দ্বারা এই বরকত অর্জন হলো যে, আমার মত বেনামাযী, মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী শুধু তাওবা করে নামাযী নয় বরং সাদায়ে মদীনা (অর্থাৎ ফজরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানো) এবং অন্যদেরও মাদানী কাফেলার মুসাফির বানানোর কাজে লিপ্ত হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার ইনফিরাদী কৌশিশে (এই বয়ান লিখার সময়) ৩০জন ইসলামী ভাই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো এবং এখন আমি একটি মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং মাদানী কাজের সারা জাগানোর চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছি।

চোঁড়ে ম্যায় নওশিয়াঁ মত বকে গালিয়াঁ আয়েঁ তাওবা করেঁ কাফেলে মে চলো
এ্যয়ঁ শরাবী তু আঁ, এ্যয়ঁ জুয়াড়ী তু আঁ চোড়েঁ বদ আদতোঁ কাফেলে মে চলো
হোগা লুতফে খোদা, আও ভাই দোয়া মিলকে সারে করেঁ, কাফেলে মে চলো
(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

উপস্থাপিত মাদানী বাহারের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! বেনামাযী, মদ্যপায়ী, জুয়াড়ী, মাতাপিতার মনে কষ্ট প্রদানকারী এবং প্রতিবেশীর

সাথে খারাপ ব্যবহারকারী, গালি-গালাজকারী, বিগড়ে যাওয়া যুবক মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো, সেখানে আশিকানে রাসুলের সহচর্যে সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা শুনলো এবং তাওবা করে সুন্নাতের মাদানী ফুল বন্টনকারী, সাদায়ে মদীনা দাতা, মসজিদে আজান দিয়ে নামাযীদের আহবানকারী হয়ে গেলো এবং মাদানী কাফেলায় সফর করে অন্যদেরও মাদানী কাফেলায় মুসাফির বানানোর কাজে লেগে গেলো।

হে আশিকানে রাসুল! মনে রাখবেন! নামায প্রত্যেক সুস্থ মস্তিস্ক, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষ ও নারীদের উপর ফরয, নামায আদায়কারী জান্নাতের হকদার আর যখন শরীয়তের বিনা অনুমতিতে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযাকারী হাজারো বৎসর জাহান্নামের আযাবের হকদার। মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ী উভয় জাহানে নিকৃষ্ট ও জাহান্নামের ভয়ঙ্কর আযাবের হকদার হবে। মাতাপিতাকে কষ্ট প্রদানকারীকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ রজনীতে এই অবস্থায় দেখলেন যে, আগুনের ডালে ঝুলে আছে। প্রতিবেশীর অনেক অধিকার রয়েছে! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ নয়।" (মুসলিম, ৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৩,(৪৬)) কোন মুসলমানকে গালি দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

www.dawateislami.net

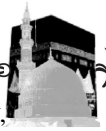

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রমযানে গুনাহ সম্পাদনকারীর কবরের ভয়ানক দৃশ্য

(কৃত: শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)

একবার আমীরুল মুমিনিন হযরত মওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم একদা কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি নতুন কবরের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, তখন মনে মনে তার অবস্থা সম্পর্কে জানার কৌতুহল হলো, সুতরাং **আল্লাহ পাকে**র মহান দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ!** এই মৃতের অবস্থা আমার নিকট প্রকাশ করে দাও!" **আল্লাহ পাকে**র দরবারে তাঁর ফরিয়াদ তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুর হলো এবং দেখতে দেখতেই তাঁর ও মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো সবই তুলে দেয়া হলো! তখন একটি কবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসলো! দেখলেন যে, মৃত লোকটি আগুনের মাঝে জড়িয়ে আছে এবং কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট এভাবে ফরিয়াদ করছিলো: "يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّارِ۔" অর্থাৎ হে আলী (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ)! আমি আগুনে ডুবে রয়েছি এবং আগুনে জ্বলছি। কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার হায়দারে কাররার হযরত আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কে অস্থির করে তুললো। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আপন **দয়ালু প্রতিপালক মহান আল্লাহ পাকে**র দরবারে হাত উঠিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য আবেদন পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আলী (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ)! এর পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা সে **রমযানুল মুবারক**কে অসম্মান করতো, **রমযানুল মুবারকে**ও গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না, দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।" মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ কথা শুনে আরো

www.dawateislami.net

দুঃখিত হয়ে গেলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন: "**হে আল্লাহ!** আমার মান সম্মান তোমার হাতে, এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমাকে ডেকেছে, হে আমার **মালিক!** তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করোনা, তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া করো এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। **আল্লাহ পাকে**র রহমতের সাগরে ঢেউ উঠলো এবং আওয়াজ আসলো: "হে আলী (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আমি তোমার ভগ্ন হৃদয়ের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং সেই মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো। **(আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫ পৃষ্ঠা)**

কিউ না মুশকিল কোশা কহোঁ তুম কো! তুম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে

যারা রোযা রাখার পরও গুনাহের আকারে তাস, দাবা, লুডু, মোবাইল, আইপ্যাড ইত্যাদিতে ভিডিও গেইমস, সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, দাড়ি মুন্ডানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে জামাআত বর্জন করা বরং مَعَاذَ الله নামায কাযা করা, মিথ্যা, গীবত, চুগলী, কু-ধারনা, ওয়াদা খেলাফী, গালি-গালাজ, শরীয়তের বিনা অনুমতিতে মুসলমানকে কষ্ট দেয়া, শরয়ী হকদার না হওয়ার পরও ভিক্ষা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন, ব্যবসায় ধোকা দেয়া ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে রমযানুল মুবারকেও বিরত থাকে না, তাদের জন্য বর্ণনাকৃত ঘটনাটিতে শিক্ষা রয়েছে।

রমযান শরীফে গুনাহ থেকে বিরত না থাকা ব্যক্তিরা আরো দু'টি হাদীস দেখুন এবং নিজেকে **আল্লাহ পাকে**র অসন্তুষ্টির প্রতি ভীত করুন।

(১) যে ব্যক্তি রমানুল মুবারকে কোন গুনাহ করলো তবে **আল্লাহ পাক** তার এক বছরের আমল নষ্ট করে দিবেন।

(আল মু'জামুল আওসাত, ২/৪১৪, হাদীস নং-৩৬৮৮)

(২) আমার উম্মত অপমানিত ও অপদস্ত হবে না, যতক্ষণ সে রমযান মাসের হক আদায় করতে থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**

www.dawateislami.net

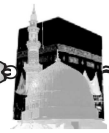

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! রমযানের হক নষ্ট করাতে তার অপমানিত ও অপদস্ত হওয়া কি? ইরশাদ করলেন: "এই মাসে তার হারাম কাজ করা।" অতঃপর ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি এই মাসে যেনা করলো বা মদ পান করলো তবে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত **আল্লাহ পাক** এবং যত আসমানি ফিরিশতা রয়েছে সবাই তার প্রতি অভিশাপ করবে। বস যদি এই ব্যক্তি পরবর্তী রমযান মাস পাওয়ার পূর্বে মারা যায় তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারে। অতএব তোমরা রমযান মাসের ব্যাপারে ভয় করো, কেননা যেমনিভাবে এই মাসে অন্যান্য মাসের চেয়ে নেকী বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, তেমনিভাবে গুনাহেরও একই ব্যাপার।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! রমযান মাসকে অসম্মান করা থেকে বাঁচার বিশেষ ভাবে চেষ্টা করুন। **আল্লাহ পাকের** দয়া থেকে নিরাশও হবেন না, রহমতের দরজা খোলা আছে। কেঁদে কেঁদে তাওবা করে গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যান, নেক এবং সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করুন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করে নিন।

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় **আক্বা** ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

২০ শাবান ১৪৩২ হিজরি
০৮-০৬-২০১৫ ইং

বিঃদ্রঃ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রচিত **'ফয়যানে রমযান'** অধ্যয়ন করুন, এতে যথা সম্ভব সহজ ভাষায় ফযিলত এবং রোযার অসংখ্য মাসআলা প্রদান করা হয়েছে। **ফয়যানে রমযান** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ানের পুস্তিকা সমূহ **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰه তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৮৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net